বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন বিকাশে আইনি বাধা এবং প্রশাসনিক জটিলতা-২

গোলাম মুর্শেদ

বাংলাদেশে শিল্প কৃষি এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা এখনও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত। এই বঞ্চনা বহুবিধ হলেও এর গোড়া হলো নিজেদের সংগঠিত করবার ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতা। ব্রিটিশ আমলে উপনিবেশ উপযোগী ট্রেড ইউনিয়ন আইন করা হয়েছিলো। তার ধারাবাহিকতাই পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে অব্যাহত থেকেছে। বাংলাদেশের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন বা কোনো সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত নন। ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত আইন আর তার সাথে প্রশাসনিক নানা প্রতিবন্ধকতা রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের সাথে যুক্ত হয়ে তৈরি করেছে শ্রমিকদের ন্যূনতম অধিকার অর্জনের পথে অযুত বাধা। বর্তমান প্রবন্ধে আইন ও প্রশাসনের কিছু পরিকল্পিত বাধা চিহ্নিত করা হয়েছে।

গত সংখ্যার পর থেকে ....

এ বিধিটি [১৮০/১/খ] না থাকলে, ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বরখাস্ত হয়ে গেলেও ইউনিয়ন কমিটির মেয়াদ না ফুরানো পর্যন্ত ওই সংগঠক কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করে যেতে পারতেন। তাতে ইউনিয়নের কার্যক্রমের ব্যাঘাত ঘটত না এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকত।

এ ছাড়া আইনের এ ধারাটি যথেষ্ট বৈষম্যমূলক। প্রথমত, বেসরকারি খাতের শ্রমিকেরা বাইরের কাউকে ইউনিয়নে নিয়োগ দিতে না পারলেও সরকারি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকেরা শতকরা ১০ জনকে নিয়োগ দিতে পারবে। দ্বিতীয়ত, দক্ষ লোক নিয়োগের সুযোগ শ্রমিকদের জন্য না থাকলেও মালিকদের জন্য থাকছে। এভাবে স্বল্পশিক্ষিত ও কম দক্ষদের ওপর অভিজ্ঞ ও পটুদের খবরদারি ও শোষণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এটি সংবিধানের ১৪ ধারার বিরোধী। ওই ধারায় বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রের অন্যতম মূল দায়িত্ব হবে মেহনতি মানুষকে–কৃষক ও শ্রমিককে–এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।"

এ ক্ষেত্রে অভিযোগ খণ্ডনের জন্য নিয়োজকেরা আইনের অন্য একটি ধারা উদ্ধৃত করেন :

"ধারা-১৮৩(৭) : এই অধ্যায়ে যা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে গঠিত কোনো ট্রেড ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রে এরূপ বিধান থাকে যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত নহেন এরূপ কোনো ব্যক্তি উহার কর্মকর্তা নির্বাচিত হইতে বা থাকিতে পারিবেন–তাহা হইলে উক্তরূপ কোনো ব্যক্তি উহার কোনো কর্মকর্তা নির্বাচিত হইতে বা থাকিতে পারিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো অবস্থাতেই উক্তরূপ ব্যক্তির সংখ্যা উহার মোট কর্মকর্তার সংখ্যার এক-চতুর্থাংশের অধিক হইতে পারিবে না।"

এ ক্ষেত্রে সমস্যা হলো, প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে গঠিত ট্রেড ইউনিয়ন [যা কার্যত ক্রাফট ইউনিয়ন বা শিল্প ইউনিয়ন] কারখানার ট্রেড ইউনিয়নের মতো শ্রমিকদের জীবন-জীবিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে না। এ কারণে ক্রাফট ইউনিয়নের সংগঠকেরা অধিকাংশ সময় ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিকদের যথাযথ নির্দেশনা দিতে বা সহযোগিতা করতে পারে না।

যখন-তখন ইউনিয়ন বন্ধের সুযোগ রাখা

"ধারা-১৯৬ : শ্রমিকদের পক্ষে অসৎ শ্রম আচরণ–(১) মালিকের বিনা অনুমতিতে কোনো শ্রমিক তাঁর কর্মসময়ে কোনো ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকিবেন না;

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো প্রতিষ্ঠানের যৌথ দর-কষাকষি প্রতিনিধির সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক ইহার ট্রেড ইউনিয়নের কাজকর্মে নিয়োজিত থাকিবার ব্যাপারে এই উপধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না, যদি উক্তরূপ কর্মকাণ্ড এ আইনের অধীন কোনো কমিটি, আলাপ-আলোচনা, সালিস, মধ্যস্থতা অথবা অন্য কোনো কর্মধারা সম্পর্কে হয় এবং মালিককে সে সম্পর্ক যথাসময়ে অবহিত করা হয়;

(২) কোনো শ্রমিক বা শ্রমিকগণের ট্রেড ইউনিয়ন অথবা ইউনিয়নের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি–

(ক) কোনো শ্রমিককে কোনো ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হওয়ার জন্য অথবা না হওয়ার জন্য অথবা উক্ত পদে বহাল থাকার জন্য অথবা তা থেকে বিরত থাকার জন্য ভীতি প্রদর্শন করিবেন না;

(খ) কোনো শ্রমিককে বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো সুযোগ দিয়া বা সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব করিয়া অথবা তাহার জন্য সুযোগ সংগ্রহ করিয়া অথবা সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব দিয়া তাহাকে কোনো ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হইতে বিরত রাখিবার জন্য অথবা উক্ত পদ ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করিবেন না;

(গ) ভীতি প্রদর্শন, বল প্রয়োগ, চাপ প্রয়োগ, হুমকি প্রদর্শন, কোনো স্থানে আটক, শারীরিক আঘাত, পানি, শক্তি বা টেলিফোন সুবিধা বিচ্ছিন্ন করিয়া অথবা অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করিয়া কোনো শ্রমিককে কোনো ট্রেড ইউনিয়নের তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবার জন্য বা না করিবার জন্য বাধ্য করিবেন না বা বাধ্য করিবার চেষ্টা করিবেন না;

(ঘ) ভীতি প্রদর্শন, বল প্রয়োগ, চাপ প্রয়োগ, হুমকি প্রদর্শন, কোনো স্থানে আটক বা তথা হইতে উচ্ছেদ, বেদখল, হামলা, শারীরিক আঘাত, পানি, শক্তি বা টেলিফোন সুবিধা বিচ্ছিন্ন করিয়া অথবা অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করিয়া মালিককে কোনো নিষ্পত্তিনামায় দস্তখত করিতে অথবা দাবি গ্রহণ করিতে বা মানিয়া লইতে বাধ্য করিবেন না বা বাধ্য করিবার চেষ্টা করিবেন না;

(ঙ) কোনো বেআইনি ধর্মঘট অথবা ঢিমে তালে কাজ শুরু করিবেন না বা চালু রাখিবেন না; অথবা উহাতে অংশ নেওয়ার জন্য অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্ররোচিত করিবেন না; অথবা

(চ) কোনো ট্রেড ইউনিয়নের কোনো দাবি অথবা উহার কোনো লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ঘেরাও, পরিবহন অথবা যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি অথবা কোনো সম্পত্তির ধ্বংস সাধন করিবেন না;

(৩) কোনো ট্রেড ইউনিয়ন তার কর্মকর্তা বা তার পক্ষে নিযুক্ত অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে অবৈধ প্রভাব, ভীতি প্রদর্শন, মিথ্যা পরিচয় অথবা ঘুষ দ্বারা ধারা-২০২ এর অধীন অনুষ্ঠিত কোনো নির্বাচনে

হস্তক্ষেপ করিলে, তাহা উক্ত ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে অসৎ শ্রম আচরণ হইবে।"

এই বিধিতে কাজ চলার সময় ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যপদ বা অন্য কিছুর জন্য প্রচার চালানোর ওপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরদানে বাধ্য করার জন্য মালিককে ভীতি প্রদর্শন বা হয়রানি করাও ট্রেড ইউনিয়নের জন্য বা যে কোনো শ্রমিকের জন্য অসৎ শ্রমনীতি। আবার ২০২ ধারা অনুসারে অনুষ্ঠিত ভোটে হস্তক্ষেপ করাও ট্রেড ইউনিয়নের জন্য বা শ্রমিকের জন্য অসৎ শ্রমনীতি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এসবের মাধ্যমে শ্রমিকদের ইউনিয়ন তৎপরতাকে সংকুচিত করা হয়েছে এবং যে কোনো সময় ইউনিয়ন দমনের সুযোগ রাখা হয়েছে। এ ধারাটি তাই নিপীড়নমূলক।

ফেডারেশন গঠনে জটিলতা

"ধারা-২০০ উপধারা-(১) ও (৫) : ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন রেজিস্ট্রিকরণ : (১) একই ধরনের বা একই প্রকারের শিল্পে নিয়োজিত বা শিল্প পরিচালনারত প্রতিষ্ঠানগুলিতে গঠিত পাঁচ বা ততোধিক ট্রেড ইউনিয়ন এবং একাধিক প্রশাসনিক বিভাগের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন যদি তাহাদের সাধারণ সভায় এরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়, ফেডারেশনের দলিল সম্পাদন করিয়া কোনো ফেডারেশন গঠন করিতে এবং তাহা রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবে।"

২০১৩ সালের সংশোধনীতে ফেডারেশন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ইউনিয়নের সংখ্যা দুই থেকে বাড়িয়ে পাঁচ করে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার পথ রুদ্ধ করা হয়েছে।

ইউনিয়নের বিকল্প চালুর অপতৎপরতা

২০৫ নম্বর ধারাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটি কার্যত মালিক ও শ্রমিকদের মধ্য থেকে মোটামুটি সমানসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে যৌথ আলোচনা, সালিস ও মধ্যস্থতা চালানোর জন্য প্রণীত হয়েছিল। ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অর্ডিন্যান্স এবং তার পরের প্রতিটি আইনেই এ ধারাটি ছিল। ২০০৬ সালের আইনে অংশগ্রহণকারী কমিটি নিয়ে যে ধারাটি ছিল তা নিয়ে খুব বেশি আপত্তি ছিল না। কিন্তু শ্রম আইনের ২০১৩ সালের সংশোধনীতে ২০৫/৬(ক) ধারা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর নতুন সমস্যা তৈরি হয়েছে। নতুন সংযোজিত ধারাটিতে বলা হয়েছে :

"৬(ক) যে প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন নাই সে প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত না হওয়া পর্যন্ত অংশগ্রহণকারী কমিটির শ্রমিক প্রতিনিধিগণ সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক স্বার্থ সংশিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।"

এর মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারী কমিটি [যা কার্যত মালিক ও শ্রমিকদের যৌথ কমিটি] ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প হিসেবে কার্যকর হওয়ার সুযোগ পেল। এটি কেবল অগণতান্ত্রিক, হঠকারী ও বিভ্রান্তিকরই নয়, খুবই হাস্যকর–শিয়ালের কাছে মুরগি আধি দেয়ার মতো।

এ ছাড়া এ ধারার ৯-১১ উপধারাও একই ধরনের অপতৎপরতাকে উৎসাহিত করে :

"(৯) অংশগ্রহণকারী কমিটিতে শ্রমিক পক্ষের নির্বাচিত বা মনোনীত কর্মকর্তা ও সদস্যদের কমিটির মেয়াদকালে তাহাদের সম্মতি ব্যতিরেকে মালিক বদলি করিবেন না।

(১০) অংশগ্রহণকারী কমিটির শ্রমিক প্রতিনিধিদেরকে কমিটির দায়িত্ব সংশিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনাকালে সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কাজের জন্য মালিক তাহাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপন বা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন না।

(১১) অংশগ্রহণকারী কমিটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই ধারার বিধানাবলি, ইউনিট অংশগ্রহণকারী কমিটির ক্ষেত্রেও, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।"

২০১৩ সালের সংশোধনীতে ৯-১১ উপধারা সংযোজন করার মাধ্যমে 'অংশগ্রহণকারী কমিটিকে' ট্রেড ইউনিয়নের সুবিধা প্রদান করে এটিকেই ইউনিয়ন বলে চালিয়ে দেয়ার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে।

সংবিধান ও আইএলও সমঝোতার সঙ্গে সংঘাত

"ধারা ২৯৯ : অরেজিস্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকাণ্ডের দণ্ড–কোনো ব্যক্তি অরেজিস্ট্রিকৃত অথবা রেজিস্ট্রি বাতিল হইয়াছে এমন কোনো ট্রেড ইউনিয়নের, রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তি সংক্রান্ত কোনো কর্মকাণ্ড ব্যতীত, অন্য কোনো কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিলে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে উক্তরূপ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত বা প্ররোচিত করিলে অথবা উক্তরূপ কোনো ট্রেড ইউনিয়নের তহবিলের জন্য সদস্য চাঁদা ব্যতীত অন্য কোনো চাঁদা আদায় করিলে, তিনি ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"

এই ধারা দেশের প্রচলিত সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ৩৭ (সমাবেশের স্বাধীনতা) ও ৩৮ (সংগঠনের স্বাধীনতা) ধারার পরিপন্থী এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সমঝোতা নম্বর ৮৭ ও ৯৮ এর পরিপন্থী। এ ধারা কার্যকর হলে শ্রমিকদের সাংগঠনিক অধিকার ও আইএলওর সমঝোতায় দেয়া অধিকার খর্বিত হবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন করা আগের চেয়েও কঠিন হয়ে পড়বে।

প্রশাসনিক জটিলতা

ইউনিয়ন করতে গিয়ে সংগঠকেরা যেসব প্রশাসনিক জটিলতার মুখে পড়েন, সেগুলোর উৎপত্তি কেবল কারখানা বা কর্মস্থলে নয়। শ্রম পরিদপ্তর থেকে শুরু করে আদালত, থানা, স্থানীয় প্রশাসনসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান এই জটিলতা সৃষ্টির জন্য দায়ী। 'পুরো প্রক্রিয়ার পেছনে কলকাঠি নাড়েন নিয়োজকেরা'–এমন অভিযোগ বহু পুরনো। তবে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ নেয়া জরুরি।

১. আবেদনের পরই ছাঁটাই-নির্যাতন : ইউনিয়ন গঠনের জন্য শ্রম পরিদপ্তরে আবেদনপত্র জমা দেয়ার পরই আবেদনকারীদের ব্যাপারে তথ্য পেয়ে যায় মালিকপক্ষ। তখন শুরু হয় ছাঁটাই-চাকরিচ্যুতি। যদিও শ্রম আইনের ১৮৬ ও ১৮৭ ধারায় বলা হয়েছে :

"১৮৬। (১) কোনো মালিক উহার প্রতিষ্ঠানে গঠিত কোনো ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রিকরণের দরখাস্ত অনিষ্পন্ন থাকাকালে শ্রম পরিচালকের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে উক্ত ইউনিয়নের কোনো কর্মকর্তার অসুবিধা হয়–এইরূপভাবে তার দরখাস্ত পূর্ব চাকুরির শর্তাবলির কোনো পরিবর্তন করিবেন না।

(২) ধারা ২৬ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো মালিক উক্তরূপ কোনো দরখাস্ত অনিষ্পন্ন থাকাকালে উক্ত ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য–এরূপ কোনো শ্রমিকের চাকুরি উক্ত ধারার অধীন অবসান করিতে পারিবেন না।

১৮৭। সভাপতি ও কতিপয় কর্মকর্তাকে বদলি করা যাইবে না। কোনো ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ কোনো কর্মকর্তাকে তাহাদের সম্মতি ব্যতিরেকে এক জেলা হইতে অন্য জেলায় বদলি করা যাইবে না।"

কিন্তু বাস্তবে মালিকপক্ষ এসব আইনের তোয়াক্কা করে না।

আইনের দুর্বলতা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দুর্নীতি, অনিয়ম ও অযোগ্যতা, জনবলের সংকট, মন্ত্রণালয়ের উদাসীনতা ইত্যাদি কারণে শ্রমিকেরা ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার আদায় করতে পারছেন না। এ ছাড়া আইন অমান্যের কারণে কোনো নিয়োজক শাস্তি পেয়েছেন–এমন নজির বাংলাদেশে নেই।

২. নানা হয়রানির মধ্যে থাকতে হয় : ছাঁটাইয়ের হুমকি, জোর করে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে রাখা, মৌখিকভাবে ছাঁটাই করা ও পরে কারখানায় ঢুকতে না দেয়া, প্রধান ফটকে ছবি টাঙিয়ে দিয়ে অপরাধী বলে চিহ্নিত করা, শাসানো, মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করা, মাস্তান-গুণ্ডা লেলিয়ে দেয়া, বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ ইত্যাদি।

অসংগঠিত ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে; যদিও দেশের মোট শ্রমিকদের অধিকাংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত।

নারী সংগঠকদের পড়তে হয় আরো বিভিন্ন জটিলতায়। সাধারণত রটানো হয় যে, ওই নারী একজন 'যৌনকর্মী' [মালিকপক্ষের লোকেদের ভাষায় তারা বেশ্যা]। সামাজিকভাবে হেয় করার এক পন্থা। তাতে অনেক সময় ওই নারীরা সামাজিক বাধা পেরিয়ে ইউনিয়নের কাজ করতে সক্ষম হন না।

৩. শ্রম পরিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংকট : শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মস্থান নিশ্চিত করা, শ্রম আইনের কার্যকারিতা যাচাই করা ছাড়াও এ দুটি সরকারি সংস্থা ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের কাজের সঙ্গে যুক্ত। এমনিতে জনবলের সংকটের কারণে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা কারখানা পরিদর্শন করতে পারেন না। তার ওপর নতুন আইনানুযায়ী, ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া জটিলতর করে পরিদর্শকদের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সরেজমিন পরিদর্শনের। পরিদর্শনে সব ঠিকঠাক মিললেই কেবল ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন পাবে। জনবলের তীব্র সংকটে ভুগতে থাকা এসব প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত দুর্বলতা ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের পথে বড় বাধা।

এ ছাড়া এসব সরকারি প্রতিষ্ঠানের ভেতরের দুর্নীতি, ঘুষ-সংস্কৃতি, মালিকপক্ষের হয়ে কাজ করার বহু পুরনো অভ্যাস প্রতিষ্ঠান দুটিকে ইউনিয়নবিরোধী অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে। শ্রমিকেরা ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের জন্য কাগজপত্র জমা দেয়ার পরও তাদের ছাঁটাই যে অন্যায়, সেটি আগে বলা হয়েছে। কিন্তু আইন অমান্যের বিষয়টি খুব নিয়মিত হলেও সে ক্ষেত্রে পরিদর্শকদের তৎপরতা দেখা যায়নি। ফলে মালিকেরা এক রকম বিনা বাধায়ই ইউনিয়ন সংগঠকদের বরখাস্ত করতে পারছে।

অতীতে (বিশেষত ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক আমলে) দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলোর কমিটিতে 'ওই কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নয়' বরং বেশ দক্ষ ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা নির্বাচিত হয়েছিলেন; যেমন–মওলানা ভাসানী প্রমুখ।

অভিযোগ রয়েছে, নতুন লোক নিয়োগ দিলে বর্তমান কর্মকর্তা- কর্মচারীদের ঘুষের টাকার পরিমাণ কমে যাবে, এমন আশঙ্কায় প্রতিষ্ঠান দুটিতে লোক নিয়োগের তীব্র বিরোধিতা করে আসছে সেগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

ইউনিয়ন সংগঠকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শ্রম পরিদপ্তরের বেশ কিছু কর্মকর্তা ঘুষ ছাড়া কথা বলতেই চান না। বিধি মেনে সব কাগজপত্র জমা দেয়ার পরও নানা অজুহাতে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের কাজ ঝুলিয়ে রেখে ঘুষ আদায় করেন এসব কর্মকর্তা।

৪. আইনের আশ্রয়ে বঞ্চনা : কখনো কখনো আইনের আশ্রয় নিয়ে শ্রমিকদের ইউনিয়ন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে; যেমন–চট্টগ্রামের গোবাল ট্রাউজারের শ্রমিকেরা যাতে ইউনিয়ন করতে না পারেন, সে জন্য হাইকোর্ট থেকে তিন মাসের নিষেধাজ্ঞা নিয়েছে মালিকপক্ষ। পরে সেটি আবার ছয় মাস বাড়ানো হয়েছে। এভাবে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকায় শ্রমিকেরা ইউনিয়ন করতে পারছেন না।

৫. নিয়োজক বা মালিকপক্ষের বিচার না হওয়া : ইউনিয়ন তৎপরতা দমনের জন্য মালিক বা তাঁর লোকেরা সংগঠকদের ওপর যে অবিরত নির্মম, অমানবিক ও নির্লজ্জ পন্থায় দমন-পীড়ন-হয়রানি চালায়, সেটি বেআইনি হলেও মালিকদের কোনো শাস্তি হয় না। এর কারণে তাঁরা হয়রানি ও অত্যাচার জারি রাখার সাহস পেয়ে যান। শ্রম আইনের ১৯৫ ধারায় বলা হয়েছে :

"মালিকের পক্ষে অসৎ শ্রম আচরণ : কোনো মালিক অথবা মালিকগণের ট্রেড ইউনিয়ন অথবা তাহাদের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি–

(ক) কোনো চাকুরি চুক্তিতে সংশিষ্ট শ্রমিকের কোনো ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান করা অথবা কোনো ট্রেড ইউনিয়নে উহার সদস্যপদ চালু রাখার অধিকারের উপর বাধাসম্বলিত কোনো শর্ত আরোপ করিবেন না;

(খ) কোনো শ্রমিক কোনো ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা আছেন অথবা নহেন–এই অজুহাতে তাঁহার চাকুরিতে নিয়োজিত করিতে অথবা নিয়োজিত রাখিতে অস্বীকার করিবেন না;

(গ) কোনো শ্রমিক কোনো ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা আছেন অথবা নহেন–এই অজুহাতে তাঁহার চাকুরিতে নিযুক্তি, পদোন্নতি, চাকুরির শর্তাবলি অথবা কাজের শর্তাবলি সম্বন্ধে তাঁহার বিরুদ্ধে কোনো বৈষম্য করিবেন না;

(ঘ) কোনো শ্রমিক কোনো ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য অথবা কর্মকর্তা আছেন অথবা হইতে চাহেন, অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে উক্তরূপ সদস্য বা কর্মকর্তা হওয়ার জন্য প্ররোচিত করেন, এই কারণে অথবা কোনো ট্রেড ইউনিয়নের গঠন, কার্যকলাপ ও উহার প্রসারে অংশগ্রহণ করেন, এই কারণে তাঁহাকে চাকুরি হইতে বরখাস্ত, ডিসচার্জ অথবা অপসারণ করা যাইবে না বা উহা করার ভয় প্রদর্শন করা যাইবে না, অথবা তাঁহার চাকুরির কোনো প্রকার ক্ষতি করার হুমকি দেওয়া যাইবে না;

(ঙ) কোনো শ্রমিককে বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো সুযোগ দিয়া বা সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব করিয়া অথবা তাঁহার জন্য সুযোগ সংগ্রহ করিয়া অথবা সংগ্রহ করার প্রস্তাব দিয়া তাঁহাকে কোনো ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হইতে বিরত রাখিবার জন্য অথবা উক্ত পদ ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করিবেন না;

(চ) ভীতি প্রদর্শন, বল প্রয়োগ, চাপ প্রয়োগ, হুমকি প্রদর্শন, কোনো স্থানে আটক, শারীরিক আঘাত, পানি, শক্তি এবং টেলিফোন সুবিধা বিচ্ছিন্ন করিয়া অথবা অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করিয়া কোনো যৌথ দর-কষাকষি প্রতিনিধি কর্মকর্তাকে কোনো চুক্তিতে উপনীত হওয়ার অথবা নিষ্পত্তিনামায় দস্তখত করার জন্য বাধ্য করিবেন না বা বাধ্য করার চেষ্টা করিবেন না;

(ছ) ধারা ২০২ এর অধীন কোনো নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করিবেন না

অথবা কোনোভাবে ইহা প্রভাবিত করিবেন না;

(জ) ধারা ২১১ এর অধীন কোনো ধর্মঘট চলাকালে অথবা অবৈধ নহে এরূপ কোনো ধর্মঘট চলাকালে কোনো নূতন শ্রমিক নিয়োগ করিবেন না, তবে সালিস যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোনো প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ কর্মবিরতির কারণে উহার যন্ত্রপাতি অথবা অন্য কোনো স্থাপনার ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা হইলে তিনি, প্রতিষ্ঠানের যে বিভাগে বা শাখায় অনুরূপ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে সেখানে সীমিত সংখ্যক অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ করিতে অনুমতি দিতে পারিবেন;

(ঝ) অংশগ্রহণকারী কমিটির কোনো সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হইবেন না;

(ঞ) কোনো শিল্প বিরোধ সম্পর্কে যৌথ দর-কষাকষি প্রতিনিধি কর্তৃক প্রদত্ত কোনো পত্রের উত্তর দিতে ব্যর্থ হইবেন না;

(ট) ধারা ১৮৭ এর বিধান ভঙ্গ করিয়া কোনো ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক অথবা কোষাধ্যক্ষকে বদলি করিবেন না; অথবা

(ঠ) কোনো বেআইনি লক-আউট শুরু করিবেন না বা চালু রাখিবেন না অথবা উহাতে অংশগ্রহণের জন্য অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্ররোচিত করিবেন না।"

কিন্তু বাস্তবতা হলো, মালিকপক্ষ বা কারখানা ব্যবস্থাপনা সর্বদাই এসব বিধি উপেক্ষা করতে থাকে। এসবের বিরুদ্ধে কী আইনি ব্যবস্থা নেয়া যাবে, তা শ্রম বিধিমালায় উলেখ করা হয়নি।

এসব আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে বাংলাদেশের শ্রমিক সংঘ বা ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতার কাজ এগোতে পারছে না। এতে কেবল শ্রমিকের জীবনযাপনের মান নিচে পড়ে যাচ্ছে এমনটি নয়, বরং পুরো সমাজের ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। আইন ও প্রশাসন ব্যবস্থার সংস্কার, বাধ্যতামূলক ট্রেড ইউনিয়ন চালুর নিয়ম প্রবর্তন এবং সর্বোপরি শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন হতে পারে এর সমাধান। ইতিহাস সাক্ষী, আজ পর্যন্ত বাংলার শ্রমিকেরা যেটুকু সুবিধা বা দাবি আদায় করতে পেরেছেন, সেটুকু হয়েছে কেবল আন্দোলন-সংগ্রামের কল্যাণে।

সহায়ক গ্রন্থাবলি ও নথিপত্র:

১. শিল্প সম্পর্ক অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৮

২. শিল্প সম্পর্ক (সংশোধনী) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫

৩. শিল্প সম্পর্ক বিধিমালা ১৯৭৭

৪. বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬

৫. বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩

৬. শ্রম ও শিল্প আইন, অধ্যাপক এ এ খান, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা

৭. বাংলাদেশ সংবিধান

৮. শ্রম কল্যাণ, শিল্প সম্পর্ক ও শ্রমিক আন্দোলন, মোহাম্মদ আলী খান, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা

৯. শ্রম ও শিল্প, এম এ এস তালুকদার, নাসা প্রকাশনী, ঢাকা

১০. Labour and Industrial Laws of Bangladesh; Nirmalendu Dhar and Nesar Ahmed, Remisi Publishers, Dhaka

১১. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ৯৮ ও ৮৭ নম্বর সমঝোতা

১২. Black's Law Dictionary

১৩. Economic and Philosophical Manuscripts of 1844, Karl Marx, Progrss Publishers, Moscow, Fifth revised edition 1977

[প্রবন্ধটি বাংলাদেশ শ্রম ইনস্টিটিউট (বাশি) আয়োজিত 'বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের বিকাশে আইনি বাধা এবং প্রশাসনিক জটিলতা' শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপিত হয়েছিল ২০১৪ সালের ১ মে, ঈষৎ পরিমার্জিত]

গোলাম মুর্শেদ : সদস্য, নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ শ্রম ইনস্টিটিউট (বাশি)

ইমেইল : murshedpost@gmail.com

সংগৃহীত